দামুড়হুদায় উপজেলার নবাগত ইউএনও এবং ওসিকে ফুলের শুভেচ্ছা

দামুড়হুদায় মানব সেবা সেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের পক্ষথেকে দামুড়হুদা উপলেজার নাবাগত উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা মোছাঃ মমতাজ মহল ও দামুড়হুদা মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির কে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার দুই নবাগত কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মানব সেবা সেচ্ছায় রক্ত দান সংগঠনে সভাপতি এনামুল হক, সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক আকাশ মিয়া, দামুড়হুদা সদর ইউনিয় শাখার সভাপতি তালহা জুবায়ের, অর্থ সম্পাদক আকরাম মিয়া, সাংগনিক সম্পাদক আহসাফ মিয়া, প্রাচার সম্পাদক সাকিব মিয়া, হাউলী ইউনিয় শাখার সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সেক্রেটারি আল আমিন, অর্থ সম্পাদক রিওন, কারপাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সভাপতি রাহিমুল্লাহ, জুড়ানপুর ইউনিয় শাখার সহ সভাপতি বাবুল মিয়া, সহ সেক্রেটারি আবির, নাটুদাহ ইউনিয়ন শাখার সহ সভাপতি হুসাইন মিয়া, সেক্রেটারি আহাদ আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয় শাখার সভাপতি রাহিমুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক আল আমিন রজব প্রাচার সম্পাদক আবু জিহাদ সিফাত, ক্রিয়া সম্পাদক রাব্বি, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজ শাখার সভাপতি আকাশ মিয়া, অর্থ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, প্রাচার সম্পাদক রিফাত মিয়া সহ রক্তদান সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও যুব রেডক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলার যুব প্রধান মোঃ আব্দুর রহিম প্রমূখ।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে আনন্দ মিছিল

ছাত্রলীগকে সরকার নিষিদ্ধ করায় দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে তারা জয়রামপুর থেকে মিছিল নিয়ে হাউলী ইউনিয়নের প্রত্যেক টা গ্রাম ঘুরে জয়রামপুর এসে সমাবেশ করে।

মিছিলে তারা বলেন এই মুহূর্তে খবর এলো-ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হলো, ছাত্রলীগ জঙ্গি খুনি হাসিনার সঙ্গী, দিয়েছি তো রক্ত আরও দেবো রক্ত, ছাত্রলীগ গর্তে, খুনি হাসিনা ভারতে, হই হই রই রই, ছাত্রলীগ গেলি কই, আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম, এসব স্লোগান দেন।

এসময় নেতারা অন্তর্বর্তী সরকারের এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায়। কারণ, ছাত্রলীগ সারা বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা হত্যাকাণ্ড, গুম, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, শিক্ষার্থী নির্যাতন, টেন্ডারবাজি এবং অন্যান্য অপরাধে জড়িত ছিল। আওয়ামী লীগের সব সহযোগী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান পাপন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, সদস্য দেলোয়ার হোসাইন, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সদস্য রাকিব হাসান, সোলায়মান হক, হাউলী ইউনিয়ন কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, দামুড়হুদা থানা যুবদলের সদস্য মেজবাহুল হক সুমন, যুবদল নেতা আরিফুল ইসলাম আরিফ, জাহিদুল ইসলাম, লাজিব সিদ্দিকী, নাজমুল, রব, মহাসিন, নয়ন।

আরো উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু, সাধারণ সম্পাদক তামিম বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম রকি, দপ্তর সম্পাদক নাবিদ ফয়সাল, সদস্য আশরাফুল, নয়ন, জসিম, শাকিল, কিরণ, স্বপন, সাগর, স্বাধীন, সায়েম, আলিফ প্রমুখ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা কলেজের সভাপতি হলেন মনিরুজ্জামান মনির

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, সমাজ সেবক মো.মনিরুজ্জামান মনির। এ মনোনয়ন দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও কার্পাসডাঙ্গা কলেজের গর্ভনিং বডির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির বলেন, আমাকে যেহেতু কার্পাসডাঙ্গা কলেজের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছেন আমি এই কলেজের শিক্ষার মানউন্নতি করতে যা যা করণীয় আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব। সেই সাথে আমি যেন সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারি তার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

দর্শনায় ৭ কেজি গাঁজাসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৭ কেজি গাঁজাসহ দর্শনা দক্ষিনচাদপুর গ্রামের রাসেলকে (৩০)আটক করেছে।

আটককৃত গাঁজা ব্যাবসায়ী দক্ষিনচাদপুর হল্ট ষ্টেশন পাড়ার রবিউলের ছেলে। জানাযায় আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার দক্ষিনচাদপুর হল্ট ষ্টেশন পাড়ায়।

এ সময় ডিবি পুলিশের এসআই মুহিদ হাসান, এএসআই মামুনুর রহমান গোপন

সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় মেসার্স সামাদ ট্রেডার্স দোকানের সামনে। এ সময় ডিবি পুলিশ প্লষ্টিকে মোড়ানো বস্তায় বেধে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটক করে। পরে বস্তা তল্লাশি করে ৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় এস আই মুহিত বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছে। আটককৃতকে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গার জামজামিতে ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা নিতে গিয়ে দুই যুবক আটক

আলমডাঙ্গা জামজামি বাজারে উদয় কুমার সাহা (৪২) নামের এক ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা নিতে গিয়ে দুই যুবককে আটক করেছে এলাকাবাসী।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার উপজেলার জামজামি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে তাদের দুজনকে স্থানীয় ফাঁড়ি পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এমন তথ্য জানান আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) মাসুদুর রহমান।
আটকৃতরা হলেন- তালহা জুবায়ের (২১) ও বিপুল হোসেন মিঠু (২৬)।

প্রেস ব্রিফিংয়ে (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, গত দুই বছর আগে অভিযুক্ত চাঁদাবাজ তালহা জুবায়ের জামজামি বাজারের মুদি ব্যবসায়ী উদয় কুমার সাহার গাড়ির চালক হিসেবে চাকুরি করতেন। সে তার ছেলে দিব্য সাহাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আসা করতো। ইতোপূর্বে উদয় কুমার সাহার সাথে তার বড় ভাই বিজয় কুমার সাহার সাথে জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। এনিয়ে দুই বছর আগে বিজয় কুমার সাহা তার ছোট ভাই উদয় কুমার সাহার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডাউরি (জিডি) করেন। ওই জিডির সাক্ষী ছিলো গাড়ি চালক তালহা জুবায়ের। এই

সুযোগে টাকা তালহা জুবায়ের বিজয় কুমার সাহার নিকট থেকে গোপনে টাকা নিয়ে উদয় কুমার সাহার সকল তথ্য দিতো। এমন ঘটনা জানতে পেরে তালহাকে চাকুরি থেকে বাদ দেয়। সে বিজয়ের সাথে হাত মিলিয়ে উদয় সাহাকে হুমকি দেয়। ২ লাখ টাকা না দিলে তার জেল হয়ে যাবে।

এমন ঘটনার পর গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তালহা জুবায়ের ও তার সহযোগী বিপুল হোসেন মিঠুকে সঙ্গে নিয়ে জামজামি বাজারে উদয় কুমার সাহার ‘সাজা স্টোর’ নামের মুদি দোকানে মোটরসাইকেল যোগে এসে নগত ৫০ হাজার টাকা চাঁদা নেয়। এসময় আরও ২ লাখ টাকা দিতে হবে বলে জানান তালহা ও মিঠু। তারা টাকা নিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে যাবার সময় উদয় কুমার সাহার চিৎকারে স্থানীয়রা তাদের আটক করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনাস্থল থেকে তাদের আটক করে থানা হেফাজতে নেয়।

আজ বুধবার সকালে উদয় কুমার সাহা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় একটি চাঁদা বাজি মামলা দায়ের করেন।

ওই মামলায় তালহা ও মিঠুকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে চুয়াডাঙ্গা আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা সরকারি কলেজে অভিভাবক সভা অনুষ্টিত

দর্শনা সরকারী কলেজে শিক্ষার সুস্থ্য পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং নিয়মিত সকল ক্লাস পরিচালনা করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের সাথে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় দর্শনা সরকারী কলেজের বিজ্ঞান ভবনের অডিটেরিয়াম হল রুমের ৬তলায় অভিভাবক সমাবেশে অনুষ্টিত হয়।

এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারী কলেজের নবাগত অধ্যক্ষ প্রফেসার মোঃ শফিকুল ইসলাম। ১ম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে শিক্ষক ও কলেজ প্রসাশনের সুসম্পর্ক

রাখতে এ অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অভিভাবক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দর্শনা সরকারী কলেজে শিক্ষার সুস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নির্মল পরিবেশে এখন থেকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এজন্য একদিকে যেমন শিক্ষকদের সহযোগিতা চাই, তেমনী অভিভাবকদের সহযোগিতা পাবো বলে আমি আশাকরি। সেই সাথে সকল ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সকলের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। আমি আমার দিক থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। কলেজ চলাকালিন সময় কোন ছাত্র/ছাত্রী ক্লাস না করে প্রাইভেট পড়তে পারবে না। কারণ আমার শিক্ষকরা নিয়োমিত ক্লাস নেবে। ফলে প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন হবে না বলে সকলের প্রতি আহবান জানান।

এসময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, বাংলা বিভাগের প্রভাষক আশরাফুল আলম, ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক মোফিজুল ইসলাম, ইংরাজী বিভাগের প্রভাষক আনিছুর রহমান, ইসলাম শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক মাহমুদুল হোসেন, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নজরুল ইসলাম। এছাড়া সকল বিভাগের প্রভাষকরা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

অভিভাবকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌরসভার সাবেক কাউন্সিল সাবির হোসেন মিকা, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা আজিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বরুপ কুমার দাস, রেহেনা পারভীন বিলকিস ও শফিকুল আলমসহ প্রায় ৫০/৫৫ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

এসময় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু প্রস্তাব আসে। এসব প্রস্তাবের মধ্যে প্রতি মাসে ক্লাস পরীক্ষা, ছাত্র/ছাত্রীদের নীতি নৈতিকতা সৃষ্টি করে একজন ভাল মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা, শুধু ভাল ফলাফল করা ছাত্র/ছাত্রী তোলার পাশাপাশি মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কলেজে মোবাইল ফোন না নিয়ে আসা, বর্ষ পরির্বতন পরীক্ষা ৩ ঘন্টা নেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং কলেজ চলাকালিন সকল বর্ষের ছাত্রী/ ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়া বন্ধ করা বিষয় উভয় পক্ষ বেশ কিছু মাতামত প্রদান করেন।

দামুড়হুদায় ঘাসমারা বিষ দিয়ে ৫ বিঘা ধান পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামে পূর্বশত্রুতার জেরে ফলন্ত ৫ বিঘা জমির ধানে ঘাস মারা বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দেবার ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, কানাই ডাঙ্গা গ্রামের বাহার আলীর ছেলে রজব আলীর সাথে একই গ্রামের কলিম উদ্দীন মাস্টারের ছেলে কামরুল গংয়ের সাথে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। জমির মালিক রজব আলী জানান কামরুলদের সাথে আমাদের জমি নিয়ে মামলা মোকর্দ্দমা বিজ্ঞ আদালতে চলমান। আমাদের জমি। সকল বৈধ কাগজপত্র সব আমাদের। আমরা আমাদের জমি ভোগদখল করে চাষাবাদ করে আসছি। তারা জাল কাগজ করে নিজেদের দাবী করে আসছে আমরা বলেছি তোমরা আদালয়ের রায় পেলে আমরা জমি তোমাদের হলে ছেড়ে দেবো। কিন্তু তারা জানে জমি তারা কখনো পাবেনা। তাই তারা বারবার আমাদের ফসল পুড়িয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞ আদালতের রায় পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে পারছেনা।গত সোমবার রাতে কলিম মাস্টারের ছেলে কামরুল, জান মোহাম্মদ মোল্লার ছেলে সিদ্দিক, আয়ুব পালের ছেলে আহসান, আব্দুল হামিদ পালের ছেলে আজিজুল পাল সহ তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে রাতের আঁধারে বারাকপুর মাঠে ২ বিঘা জমির লালস্বর্ন ধান ঘাসমারা বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

আমরা এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় গতকাল মঙ্গলবার একটি লিখিত অভিযোগ করেছি। আজ বুধবার সকালে আবারো আতাতলার মাঠ ও খালের ধারে মাঠে এসে দেখছি আরো তিন বিঘা জমির পুরো ধান তারা রাতের আঁধারে পুড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে তারা ৫ বার আমাদের ফসল পুড়িয়ে দিলো। আমরা কৃষক মানুষ। কি করে খাবো। ন্যায় বিচারের আশায় আজ দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাদের কি বিচার হবেনা। তারা কি টাকার জোরে পার পেয়ে যাবে। তারা পারলে ফসল পাকার পর কেটে নিয়ে গেলে তাও তো মনকে বুঝ দিতে পারতাম যে তারা ধান খেয়ে তাদের সংসার চালাবে। এরকম ফলন্ত ফসল পুড়িয়ে দিলে মনকে কি বলে সান্তনা দেবো।

এ বিষয়ে জানতে কামরুলের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)হুমায়ন কবিরের সাথে কথা বললে তিনি জানান বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষে যথাযথ আইনগত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

দর্শনায় ছাত্রলীগ কর্মীর হামলায় সাবেক কাউন্সিলর আশু জখম

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের (৯ নম্বর ওয়ার্ডের) সাবেক কাউন্সিলর আশুকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে তার কাছে থাক মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ ছাত্রলীগ কর্মী রাশেদ (২৩) এর বিরুদ্ধে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মসজিদ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। আহত আশুরদ্দীন আশু (৪৫) পৌরসভার (৯ নং ওয়র্ডের) ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সাবেক কাউন্সিলর ও রবজেল মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদ মোড়ে আশুকে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে ডাকে একই গ্রামের মসজিদ পাড়ার সানিরুলের ছেলে রাশেদ। এরপর আশু তার নিজ মোটরসাইকেল রেখে রাশেদের ডাকে একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলে দুজনের মধ্যে কথোপকথন হয়। পরে সে পিছনের দিকে ফিরে মোটরসাইকেলের দিকে গেলে হঠাৎই আচমকা এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এরপর আশুর কাছে থাকা পালসার মোটরসাইকেলে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাৎক্ষণিক আশপাশের লোকজন ছুঁটে এসে রক্তাক্ত আহত অবস্থায় আশুকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং মোটরসাইকেলের আগুন নিভানোর চেষ্টা করে। পরে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে তার শরীরের মাথায়, পিঠে, হাতে ও পায়ে ১৫টি সেলাই করা হয়েছে বলেও জানাগেছে।

আহতর পরিবারের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, এটা রাশেদের পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। তবে কেন কুপিয়েছে তা সঠিক জানা নাই। কিন্তু রাশেদ

ছাত্রলীগের একজন কর্মী এবং এলাকার নামকরা মাদক ব্যবসায়ী। তার নামে মাদক ও মারামারি সহ একাধিক মামলা রয়েছে। এমন দুর্ধর্ষ মাদক ব্যবসায়ী এলাকার জন্য চরম হুমকি। তাই এরকম দুর্ধর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে আইনের আওতায় নিয়ে সঠিক বিচারের দাবি জানাচ্ছি। আর এই কুপিয়ে জখমের ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আমরা জানতে পেরেছি ঈশ্বরচন্দ্রপুরে সাবেক কাউন্সিলর আশুকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। তবে আমরা এখনো পর্যন্ত কোন লিখত অভিযোগ পাইনি। কিন্তু কারা এ ঘটনার সাথে জড়িত তা খতিয়ে দেখে আসামি আটকের চেষ্টা চলছে।

দামুড়হুদায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে গণজমায়েত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় রাষ্ট্রপতি চুপ্পুর পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২২ শে অক্টোবর) দুপুর ১ টার সময় উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দামুড়হুদার আয়োজনে বিপ্লবী ছাত্র জনতার গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

গণজমায়েতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা, রাষ্ট্রপতি চুপ্পুকে ফ্যাসিবাদ হাসিনা সরকারের দোসর ও গণহত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন।

এসময় দামুড়হুদা উপজেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক রাশেদ হাসান, খাজা ইবনে মুদ্দাসসির আজম (মাজিন) রহিমের নেতৃত্বে সানজিদা তাবাসসুম, মাহির শাহরিয়ার, মেহেরাব হোসেন, রকিবুল

ইসলামসহ প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী গণজমায়েতে অংশগ্রহণ করেন।

দর্শনায় গাঁজাসহ দক্ষিণ চাঁদপুরের একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ পারভেজ মুন্সিকে (২৩)গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত পারভেজ মুন্সি দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের লালু মুন্সির ছেলে। আজ মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দক্ষিণ চাঁদপুর ইট খোলা পাড়ায়।

এ সময় পুলিশ পারভেজ মুন্সির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় পুলিশ পলাতক হিসাবে দক্ষিণ চাঁদপুর হল্ট ষ্টেশন পাড়ার নুরু মিয়ার ছেলে রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে পলাতক মামলা দায়ের করেছে। আজ মঙ্গলবার পারভেজ মুন্সিকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।